আহ্ছানিয়া মিশন
নারী মাদকাসক্তি
চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

ভূমিকা

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষের তুলনায় নারীর মাদক ব্যবহার জনিত সমস্যা বেশি জটিল। নারীরা যেমন শারীরিক ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি সামাজিক ভাবেও বৈষম্যের শিকার। এছাড়া পুরুষের তুলনায় নারীর মাদক গ্রহণের কথা স্বীকার করার প্রবণতা যথেষ্ট কম। দেশে নারী মাদক নির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং যুগোপযোগী নয়। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে নারীদের চিকিৎসায় Gender-Responsive Addiction Treatment (GRAT) প্রচলিত। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনো-সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবার এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) নামে পরিচিত। মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাদক নির্ভরশীলদের স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট সফলতা না আসায় এবং দেশ ও বিদেশের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালে গাজীপুরে এবং ২০১০ সালে যশোরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। নারী মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসার জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে প্রতিষ্ঠা করেছে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে।

চিকিৎসার ধরন ও প্রকৃতি

একজন মাদক নির্ভরশীল নারী দৈহিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের কারণে অনেকেরই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে থাকে। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়। আমাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একজন মাদক নির্ভরশীল নারীর দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি আচরণ পরিবর্তন, নৈতিক গুণাবলী শিক্ষা প্রদান এবং এমনভাবে সুস্থ করে তোলা যাতে সে জীবনের সাধারণ সমস্যা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি এই চিকিৎসা কার্যক্রমের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু ওষুধ নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা মাদক নির্ভরশীলদের মাদকমুক্ত রাখতে সামান্য ভূমিকা রাখে। একজন মাদক নির্ভরশীল নারী মাদক গ্রহণ করার সময় তার আচার-আচরণ ও চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে বিধায় তাকে মাদকমুক্ত থাকতে হলে আচরণ ও চিন্তা চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। আচরণ পরিবর্তন একটি কষ্টসাধ্য বিষয় হলেও মাদকমুক্ত থাকার সঙ্গে আচরণ পরিবর্তন গভীরভাবে জড়িত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এজন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা কেন্দ্রেগুলোর আচরণ পরিবর্তনকে গুরুত্বের সঙ্গে মাদক চিকিৎসায় সম্পৃক্ত করেছে। মিশন পরিচালিত কেন্দ্রে আচরণ পরিবর্তনের পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ প্রদান করা হয়।

মনো-সামাজিক শিক্ষা

আমরা জানি, মাদকের সমস্যাটি একটি মানসিক এবং অভ্যাসগত সমস্যা। এই সমস্যার মধ্য দিয়ে যখন একজন নারী অতিক্রম করে তখন সে তার জীবনের দক্ষতাগুলো হারিয়ে ফেলতে থাকে। ওই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার অন্যতম প্রক্রিয়া হচ্ছে মনোসামাজিক শিক্ষা। কেন্দ্রে কাউন্সেলররা মনো-সামাজিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

চিকিৎসা মেয়াদ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের চিকিৎসা মেয়াদ সর্বনিম্ন তিন মাস। তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পরে যদি রোগী, পরিবার ও কাউন্সেলর/চিকিৎসক প্রয়োজন বোধ করেন তবে অতিরিক্ত সময় পরবর্তী পরিচর্যার জন্য কেন্দ্রে অবস্থান করতে পারবে। অনেক মাদকনির্ভরশীল নারীর মাদক গ্রহণের কারণে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, এজন্য তাদের মাদক ও মানসিক চিকিৎসা দুটোই গ্রহণ করতে হয় এবং এসব রোগীর ক্ষেত্রে মেয়াদ আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে।

প্রতিদিনের কর্মসূচি

ভর্তির প্রথম ১৫ দিন রোগীর শারীরিক চিকিৎসার জন্য একজন মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর শারীরিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রয়োজন বোধে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। প্রথম ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগীকে রুটিন মাফিক পরিচালনা করা হয়।

রোগীদের আচরণ পরিবর্তন ও এ সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবেলার জন্য তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সেশন পরিচালনা করা হয়, যেমন- জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, মাদকমুক্ত থাকার উপায়, মাদক থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ, যেমন- এইচআইভি/এইডস্, জন্ডিস, যৌনরোগ, যক্ষ্মা, মনো-সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়াও দলগত আলোচনা, মেডিটেশন (কোয়াইট টাইম), ডেইলি ইনভেনটরি, নাইট শিয়ারিং, ওয়েক-আপ সেশন, খেলাধুলা, ব্যায়াম এগুলো নিয়মিতভাবে করা হয়ে থাকে।

পারিবারিক সভা

আমরা মনে করি, একজন মাদক নির্ভরশীল নারীর পরিবার বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মাদক গ্রহণকে পরিবারের কলঙ্ক হিসেবে দেখা, সামাজিক বৈষম্য, সিদ্ধান্তহীনতা, রোগীকে নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, অনেক পরিবারে রোগীকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারিবারিক কাউন্সেলিং এবং সভাগুলোতে অংশগ্রহণ পরিবারের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

কাউন্সেলিং

রোগীরা জীবনের ভুলত্রুটিগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ কাউন্সেলর ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা দলগত কাউন্সেলিং এবং একক কাউন্সেলিং করে থাকেন।

বিনোদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

রোগীরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবরের কাগজ পড়া, বই পড়া, টিভি দেখা এবং খেলাধুলার সুযোগ পায়। চিকিৎসা কেন্দ্রে ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে, যেমন- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্মীয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, নারী দিবস, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ও মাদক বিরোধী দিবস, বিশ্ব এইডস্ দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়।

চিকিৎসা পরবর্তী সেবা ও পরিচর্যা

মাদক নির্ভরশীলতা একটি জটিল, পুনঃআসক্তিমূলক মস্তিস্কের রোগ বা A chronic, relapsing brain disease হিসেবে বিশ্বে পরিচিত এবং এটিকে স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। আর মহিলা মাদক নির্ভরশীলরা চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পুরুষের তুলনায় আরো বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যা তাদের জন্য পুনঃআসক্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এ জন্য মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণের পাশাপাশি চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। চিকিৎসা পরবর্তী সেবা হিসেবে রোগীরা এন এ মিটিং, কাউন্সেলিং এবং প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা মিশনের কেন্দ্র থেকে পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করবেন তাদের চিকিৎসা পরবর্তী সেবা গ্রহণের জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত

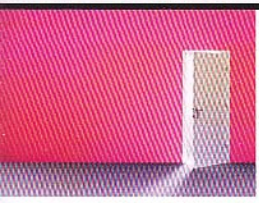

নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১০/২ ইকবাল রোড, ব্লক- এ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৫১১১৪
মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

Website: amic.org.bd
E-mail: info@amic.org
amic.dam@gmail.com

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসায় ২০১২ সালে এবং মাদক বিরোধী গবেষণামূলক কাজের জন্য ২০১৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।